عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر

ইমাম মাহদী

আহলুস সুন্নাহর আকীদা ও সংশয়বাদীদের খণ্ডন

মূল:

শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ হাফিজাহুল্লাহ

মাকতাবাতুস সালাফ

প্রকাশনায়:
মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

পরিবেশনা
তূবা পাবলিকেশন

প্রকাশকাল:
অক্টোবর ২০২৬ ঈসায়ী

অঙ্গসজ্জা
আতাউল্লাহ্

মুদ্রণ:
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN:

নির্ধারিত মূল্য : ১৩০ টাকা মাত্র।

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

রাসূল ﷺ -এর সংবাদের গুরুত্ব ও ইমাম মাহদীর আগমন ১১

আলোচনার কারণসমূহ.....১২

আলোচনার মূল উপাদানসমূহ.....১৪

আলোচনার বিষয়বিন্যাস.....১৫

প্রথম অংশ: যেসব ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহুম মাহদী সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন.....১৬

দ্বিতীয় অংশ: যারা ইমাম মাহদী সম্পর্কিত হাদীছ ও আছার সংকলন করেছেন.....১৭

তৃতীয় অংশ: যেসব আলেম মাহদী বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন...২০

চতুর্থ অংশ: যেসব আলেম মাহদী সংক্রান্ত হাদীছকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন এবং তাদের উদ্ধৃতি ২৪

পঞ্চম অংশ: ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত মাহদী সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কিছু হাদীছ ৩০

ছহীহাইন-এর হাদীছসমূহ থেকে প্রমাণিত বিষয়.....৩১

ছহীহাইন-এর হাদীছ ও মাহদী প্রসঙ্গের সম্পর্ক ৩৩

উপর্যুক্ত হাদীছের তাৎপর্য ৩৪

ষষ্ঠ অংশ: ছহীহাইন-এর বাইরে বর্ণিত মাহদী সংক্রান্ত কিছু হাদীছ এবং সেগুলোর সনদ-সংক্রান্ত আলোচনা.....৩৫

ছহীহাইন-এর বাইরে বর্ণিত মাহদী সম্পর্কিত কিছু হাদীছ.....৩৫

মুহাদ্দিছগণের মূল্যায়ন ৩৮

আছিম ইবনু আবী নাজূদ সম্পর্কে মুহাদ্দিছদের বক্তব্য.....৩৯

আলোচনার সারসংক্ষেপ.....৪০

ইবনু খালদূনের সমালোচনা.....৪০

ইবনু খালদূনের বক্তব্যের জবাব ৪১

মুহাদ্দিছগণের মূল্যায়ন ৪৩
মুহাদ্দিছগণের মূল্যায়ন ৪৪
মুহাদ্দিছগণের মূল্যায়ন ৪৫
হাদীছটির সনদ-সংক্রান্ত আলোচনা ৪৬
সপ্তম অংশ: যেসব আলেম মাহদী সংক্রান্ত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এ বিষয়ে বিশ্বাস পোষণ করেছেন এবং তাদের বক্তব্য ৫২
মাহদী সংক্রান্ত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশকারী কতিপয় আলেম ও তাদের বক্তব্য ৫২
উপর্যুক্ত হাদীছগুলোর বিষয়ে ভুলকারী কিছু দল ৫৭
ইয়াহুদীদের ভ্রান্ত প্রতীক্ষা ৬৪
কালো পতাকার প্রসঙ্গ ৬৮
মাহদীর শাসনকাল ও তাঁর যুগের প্রাচুর্য ৭০
সূরা মায়িদার তাফসীর ও বারোজন খলীফার রহস্য ৭৩
শিয়া আকীদার খন্ডন ৭৫
মোল্লা আলী ক্বারী রহিমাহুল্লাহ -এর বিশ্লেষণ ৭৬
ঈসা আলাইহিস সালাম ও মাহদীর সাক্ষাৎ ৭৭
পরবর্তী বড় আলামতসমূহ ৭৮
ইমাম আল-মুনাভী রহিমাহুল্লাহ -এর বিশ্লেষণ ৭৮
'আমার উম্মত ধ্বংস হবে না' হাদীছের ব্যাখ্যা ৭৮
ঈসা আলাইহিস সালাম -এর মাহদীর পিছনে ছালাত আদায় সংক্রন্ত হাদীছের ব্যাখ্যা... ৭৯
আপাতবিরোধী বর্ণনাসমূহের সমন্বয় ৮০
ইমাম আস-সাফফারিনী রহিমাহুল্লাহ -এর বক্তব্য ৮০
কিয়ামতের বড় আলামত ও মাহদীর মর্যাদা ৮১

মাহদীর নাম ও পরিচয় ৮২

আহলে বায়ত থেকে মাহদীর আবির্ভাব ৮২
মাহদীর বংশধারা ও উপাধি ৮৩

আব্বাসীয় বংশের হাদীছের বিশ্লেষণ ও ইবনু হাজার আল-হায়তামী রহিমাহুল্লাহ -এর সিদ্ধান্ত ৮৫

আপাতবিরোধী বর্ণনাসমূহের সমন্বয় **৮৫**
দুই বংশের মধ্যে সম্ভাব্য সমন্বয় **৮৬**
ইমাম আস-সাফফারিনী (রহিমাহুল্লাহ) **-এর পাঁচটি বিশেষ ফায়েদা** **৮৭**
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও আকীদাগত সমাপনী **৮৮**
সতর্কীকরণ: ৮৮
আহলুস সুন্নাহর অবস্থান **৮৯**
অন্যান্য আলেমদের বর্ণনা **৮৯**
সমাপনী মন্তব্য **৯৩**
অষ্টম অংশ: মাহদী সংক্রান্ত হাদীছ অস্বীকারকারী বা এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশকারীদের উল্লেখ এবং তাদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা .. ৯৪
সমাপনী **১০২**
আবূল আলা মওদূদীর 'আল-বায়ানাত' রিসালার উপর পর্যবেক্ষণ **১০৩**
প্রথম বিষয়: ছহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর বাইরে হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা ১০৩
দ্বিতীয় বিষয়: ইমাম মাহদীর আকীদা একটি অহীভিত্তিক গায়েবী বিশ্বাস ১০৮
তৃতীয় বিষয়: আকীদার গ্রন্থসমূহে ইমাম মাহদীর সুস্পষ্ট উপস্থিতি ... ১০৯
আকীদার গ্রন্থসমূহে ইমাম মাহদীর প্রসঙ্গ (আশআরী ও মাতুরীদী ধারাসহ) ... **১১২**

নবম পরিচ্ছেদ: ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীছসমূহের সাথে আপাতবিরোধী মনে হওয়া কিছু বর্ণনার উল্লেখ এবং সেগুলোর সন্দেহ নিরসন **১১৪**

হক্কের ধারা কখনো বিলুপ্ত হবে না **১১৭**
প্রতিটি যুগেই আল্লাহ দ্বীনের সাহায্যকারী সৃষ্টি করেন **১১৭**
সমসাময়িক একটি উদাহরণ **১১৮**
দশম অংশ: সমাপনী বক্তব্য ১১৯
আহলুস সুন্নাহর বিশ্বাস ও শীআ ধারণার পার্থক্য **১১৯**
আহলুস সুন্নাহর আকীদা: ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ-উভয়ই বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত **১২০**

মাহদী সংক্রান্ত বিশ্বাসের গুরুত্ব **১২০**
গায়েবের উপর ঈমানের সঙ্গে এর সম্পর্ক **১২১**
সমাপনী উপদেশ **১২২**

শায়খ ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ -এর প্রশংসাসূচক মন্তব্য ও মূল্যায়ন ১২৪

সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন **১২৫**
প্রথম বিষয়: মাহদীর আগমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য..... ১২৫
তার পরিচয় ও বংশপরিচয় **১২৬**
দ্বিতীয় বিষয়: হাদীছের মানদণ্ড ও উছূলী বিশ্লেষণ..... ১২৬
গ্রহণযোগ্য হাদীছের প্রকারভেদ **১২৬**
মুতাওয়াতির হাদীছের অবস্থান **১২৮**
উম্মাহর আলেমদের অবস্থান **১২৮**
তৃতীয় বিষয়: ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ -এর একটি মতের পর্যালোচনা ১২৯
হাদীছের ভাষ্য ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা **১২৯**
কেন ইমাম মাহদীকে এই বারো খলীফার অন্তর্ভুক্ত মনে করা কঠিন **১৩০**
অধিকাংশ আলেমের নিকটবর্তী ব্যাখ্যা **১৩০**
চতুর্থ বিষয়: ঈসা আলাইহিস সালাম , মাহদী এবং দাজ্জালের পারস্পরিক সম্পর্ক..১৩২
ঈসা আলাইহিস সালাম ও দাজ্জালের বিষয়টি আরও অধিক অকাট্য **১৩২**
পঞ্চম বিষয়: আধুনিকতাবাদী ও রূপক ব্যাখ্যাকারীদের ভ্রান্তির খণ্ডন ...১৩৩
অহীর সামনে মুমিনের অবস্থান **১৩৪**
শায়খ ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ -এর সমাপনী দু'আ **১৩৫**

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক ও হেদায়াত দান করেছেন। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত না দিলে আমরা কখনোই সঠিক পথের সন্ধান পেতাম না। আমরা তাঁর অগণিত নেয়ামতের জন্য তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অসীম করুণা কামনা করি। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্ট এবং মন্দ আমলসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে সঠিক পথ প্রদর্শনেরও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এ দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ‘এবং নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের দিকে দিশা প্রদান করেন’ *(আশ-শূরা, ৪২/৫২)*।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর খলীল এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে মনোনীত শ্রেষ্ঠ মানব। কিয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁরই দিকে আহ্বানকারী এবং এক উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন এবং তাঁর আনীত শরীআতকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। ফলে তাঁর আনীত প্রতিটি বিধান ন্যায় ও প্রজ্ঞাভিত্তিক, আর তাঁর প্রদত্ত প্রতিটি সংবাদ সত্য ও নির্ভুল। তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কথা বলেন না; বরং তা তো অহী, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

রাসূল ﷺ-এর সংবাদের গুরুত্ব ও ইমাম মাহদীর আগমন

রাসূল ﷺ পূর্ববর্তী জাতিসমূহ সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে এমন বহু সংবাদ দিয়েছেন, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। আর সেসব বিষয় তাঁর সংবাদ অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। এর মাধ্যমে এ উম্মত মানুষের উপর সাক্ষ্যদাতা হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে।

অনুরূপভাবে তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও বহু সংবাদ দিয়েছেন, যেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সেগুলো তাঁর বর্ণনা অনুযায়ীই সংঘটিত হবে বলে আকীদা পোষণ করা আবশ্যক। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এমন কোনো পথ নেই, যা তিনি তাঁর উম্মতকে দেখিয়ে দেননি এবং তার প্রতি উৎসাহিত করেননি। অনুরূপভাবে এমন কোনো অকল্যাণও নেই, যা থেকে তিনি তাদের সতর্ক করেননি।

আল্লাহর সর্বোত্তম রহমত ও পূর্ণ শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর এবং তাঁর সেই সকল ছাহাবীর উপর, যাদের তিনি তাঁর সাহচর্যে ধন্য করেছেন, দুনিয়ায় তাঁর সৌভাগ্যমণ্ডিত চেহারা দেখার সৌভাগ্য দান করেছেন এবং তাঁর সুন্নাহ বহনের মাধ্যমে মর্যাদাবান করেছেন। আর রহমত বর্ষিত হোক কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের ওপর।

অতঃপর, শেষ যামানায় ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ-এর আসমান থেকে অবতরণের সময় যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হবে, তার অন্যতম হলো আহলুল বায়তের অন্তর্ভুক্ত আলী ইবনু আবী তালিব رضي الله عنه-এর পুত্র হাসান رضي الله عنه-এর বংশধর থেকে এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ। তার নাম হবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামের অনুরূপ এবং তার পিতার নাম হবে রাসূল ﷺ-এর পিতার নামের অনুরূপ। তাঁকে 'মাহদী' নামে অভিহিত করা হবে। তিনি মুসলিমদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام তার পিছনে ছালাত আদায় করবেন।

এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত বহু 'মুস্তাফীয' (مستفيض) হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[১] উম্মতের আলেমগণ এসব বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন এবং অল্প কিছু পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ছাড়া সবাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

আলোচনার কারণসমূহ

আমি মূলত দুটি কারণে এ বিষয়টিকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছি।

• প্রথম কারণ

মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে বিস্তারিতভাবে আসেনি, বরং সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। তবে এ দুই কিতাব ছাড়া অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে এমন বর্ণনা এসেছে, যা বুখারী ও মুসলিমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যা ও স্পষ্টতা প্রদান করে। ফলে কেউ কেউ ধারণা করতে পারেন যে, এ বিষয়টি যেন বুখারী ও মুসলিমের মর্যাদাকে কমিয়ে দেয়। কিন্তু এটি সুস্পষ্ট ভুল ধারণা। কেননা কোনো হাদীছ বুখারী ও মুসলিমে না থাকলেও, যদি তা হাদীছবিশারদদের নিকট 'ছহীহ' কিংবা 'হাসান' হিসেবে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

• দ্বিতীয় কারণ

বর্তমান যুগের কিছু লেখক ইলমের অভাবে, অথবা হাদীছশাস্ত্রে অদক্ষ ও অমনোযোগী ব্যক্তিদের তাকলীদ[২] বা অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে, মাহদী সংক্রান্ত হাদীছসমূহকে দোষারোপ করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

---

১. 'মুস্তাফীয' বলতে এমন সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকে বুঝায়, যা বহু সূত্রে বর্ণিত হয়ে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যদিও তা 'মুতাওয়াতির'-এর পর্যায়ে পৌঁছেনি।

২. 'তাকলীদ' (تقليد) হলো দলীল যাচাই ছাড়া অন্যের মতামত অনুসরণ করা।

আমি মিশরে সম্প্রতি মুদ্রিত ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ কিতাবের উপর আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ উছমানের একটি টীকা দেখেছি। তিনি উক্ত কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডে ‘খলীফাদের বর্ণনা’ অধ্যায়ের টীকায় বলেন,

> يرى الكثيرون من العلماء أن كل ما ورد من أحاديث عن المهدي إنما هي موضع شك وأنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنها من وضع الشيعة.

> অর্থাৎ অনেক আলেম মনে করেন, মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীছই সন্দেহযুক্ত এবং সেগুলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে ছহীহভাবে প্রমাণিত নয়; বরং এগুলো শীআদের রচিত।[৩]

এছাড়া একই খণ্ডের ‘সময়ের সন্নিকটতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সংকীর্ণতা’ অধ্যায়ে মাহদী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> ويرى الكثيرون من العلماء الثقاة الأثبات أن ما ورد من أحاديث خاصة بالمهدي ليست إلا من وضع الباطنية والشيعة وأضرابهم وأنها لا تصح نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

> অর্থাৎ অনেক নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় আলেমের মতে মাহদী সংক্রান্ত বিশেষ হাদীছগুলো বাতেনী এবং শীআ ও তাদের সমমনাদের মনগড়া রচনা; এগুলোকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কিত করা সঠিক নয়।[৪]

এমনকি কেউ কেউ এর চেয়েও অধিক দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছেন। মুহীউদ্দীন আব্দুল হামিদ ইমাম সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বিরচিত ‘আল-হাভী লিল ফাতাভী’ গ্রন্থের টীকায় কিতাবটির দ্বিতীয় খণ্ডের শেষাংশে ‘আল-আরফুল ওয়ারদী ফী আখবারিল মাহদী’ শিরোনামের আলোচনায় বলেন,

---

৩. আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ উছমান, তুহফাতুল আহওয়াযী (টীকা), ৬/৪৭৪।
৪. আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ উছমান, তুহফাতুল আহওয়াযী (টীকা), ৬/৬২৫।